দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 6 AUG 1987

পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

3

সংবাদ

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের 'ঝরে-পড়া' রোধ সম্ভবপর হচ্ছে না

।। আবদুস সালাম খান ।।

মেহেরপুর, ২৫শে আগষ্ট।— প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরেপড়া রোধ করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। জেলার ১৫৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে গত বছর (১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত) ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১শ' ৫৩ জন। এর মধ্যে ১ম শ্রেণী থেকে ২হাজার ১শ' ৬১ জন, ২য় শ্রেণী থেকে ১ হাজার ২শ' ৪৬ জন, ৩য় শ্রেণী থেকে ৮শ' ১৯ জন, ৪র্থ শ্রেণী থেকে ৫শ' ৫৫ জন এবং ৫ম শ্রেণী থেকে ৩শ' ৭২ জন। লক্ষণীয় যে, ১ম শ্রেণী থেকেই বেশী সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়েছে।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক-অভিভাবক সমন্বয় কমিটি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, সাম্প্রতিককালে গঠিত বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কমিটি প্রভৃতির তৎপরতা এবং শিক্ষকদের জন্যে ফুটার ট্রেনিং, সঞ্জিবনী প্রশিক্ষণ, অনুসরণ কার্যক্রম (ফলোআপ) ইত্যাদি ব্যবস্থা সত্বেও বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের 'ঝরে-পড়া' অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুর জেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী বালক-বালিকার সংখ্যা ৮১ হাজার ৪শ' ৩৫ জন (বালক ৪২ হাজার ৮শ'৫৫ জন, বালিকা ৩৮ হাজার ৫শ'৮০ জন)। তন্মধ্যে সদর উপজেলায় বালক ২২ হাজার ৯শ'৩১ জন, বালিকা ২০ হাজার ৩শ'৫৪ জন (মোট ৪৩ হাজার ২শ' ৮৫ জন) এবং গাংনী উপজেলায় বালক ১৯ হাজার ৯শ'২৪ জন ও বালিকা ১৮ হাজার ২শ'২৬ জন (মোট ৩৮ হাজার ১শ'৫০ জন)।

পক্ষান্তরে বিদ্যালয় গমনকারী বালক-বালিকার সংখ্যা হল: সদর উপজেলায় সরকারী বিদ্যালয়ে বালক ৪১হাজার ৬শ' ৭২ জন, বালিকা ১১ হাজার ২শ' ৪ জন ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে বালক ১ হাজার ৫শ' ৩৯ জন, বালিকা ১ হাজার ৪শ' ৯১ জন (মোট ২৫ হাজার ৯শ' ৬ জন)। গাংনী উপজেলার সরকারী বিদ্যালয়ে বালক ৮ হাজার ৬শ' ৯৯ জন, বালিকা ৮ হাজার ৪শ' ৬৮ জন ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে বালক ১ হাজার ৪শ' ৫৭ জন, বালিকা ১ হাজার ৩শ' ৫০ জন (মোট ১৯ হাজার ৯শ' ৭৪ জন)। এ হিসেবে মেহেরপুর সদর উপজেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে (বেসরকারী বিদ্যালয়ের ৩ হাজার ৩০ জন বালক বালিকাসহ) ৫৯.৯ ভাগ শিশু এবং গাংনী উপজেলায় (বেসরকারী বিদ্যালয়ের ২ হাজার ৮শ' ৭ জন বালক-বালিকাসহ) ৫২.৩ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে যায়। উল্লেখ্য, জেলায় মোট ৩৭টি বেসরকারী বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি রেজিষ্ট্রেশনপ্রাপ্ত। অর্থাভাব এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা না পাওয়ায় এসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশেরই অবস্থা শোচনীয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলায় কুতুবপুর ইউনিয়নের সুবিদপুর গ্রামে বিদ্যালয় গমনকারী শিশুর সংখ্যা সবচেয়ে কম। এই গ্রামের বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর মধ্যে ৩৩ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে যায়। মোনাখালী ইউনিয়নের রসিকপুর গ্রাম থেকে যায় ৩৪ ভাগ শিশু। গাংনী উপজেলার মধ্যে ষোল টাকা ইউনিয়নে বিদ্যালয় গমনকারী ছাত্রের সংখ্যা কম।

একজন শিক্ষা কর্মকর্তার মতে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এখন তারা বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পরিমাণগত (কোয়ানটিটি) দিকটার প্রতি বেশী জোর দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রের উপস্থিতি বেশী দেখানো। তবে ছাত্রের পরিমাণগত দিকটির গুরুত্ব দিতে গিয়ে গুণগত (কোয়ালিটি) দিকটি গৌণ হয়ে পড়ছে। এখন আর ফেল করা ছাত্রের প্রমোশন ঠেকিয়ে রাখা হয় না। বরং বিশেষ কোচিং দিয়ে ফেল করা ছাত্রদের উপরের ক্লাসে উঠিয়ে দেয়া হয়। এতদসত্বেও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের সব উদ্যোগের বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে। এবং 'ঝরে-পড়া'দের সংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তবে বালিকাদের মধ্যে ঝরে পড়ার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এ জেলায় ২৪ জন শিশুর বাপ-মা লেখা-পড়া জানে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার যেসব কারণ উল্লেখ করা হয়ে থাকে তার মধ্যে বাবা-মা'র দারিদ্র্যই প্রধান। দারিদ্র্য বাবা-মা তাদের অভাবগ্রস্ত সংসারে বাড়তি কিছু উপার্জন করার আশায় ছেলেকে বিদ্যালয় থেকে ফিরে আনে।

ঝরে-পড়ার অন্যান্য কারণ হল: প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি শিশুদের আগ্রহী করার কোন ব্যবস্থাই নেই। স্কুল কমপ্লেক্সে শিশুদের ভাল লাগার মত পরিবেশের অভাব রয়েছে। একই শিফটে সব ছাত্র-ছাত্রীর বসতে দেয়ারও সুযোগ নেই। বিদ্যালয়গুলোতে খেলাধুলার সরঞ্জামের দারুণ সংকট। ফলে ছাত্ররা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়, ছাত্রীরা বউ ছি, দারিয়াবান্ধা খেলে। কয়েক বছর আগে ইউনিসেফ মেয়েদের খেলার জন্যে রিং দিয়েছিল, এখন তাও নেই। এছাড়া দুর্বোধ্য কারিকুলামও শিশুদের লেখাপড়ার প্রতি ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যালয়ে শিশুদের টিফিনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় তারা ক্ষুধায় নেতিয়ে পড়ে। অবশ্য শিক্ষকের কর্কশ ভাষা ও ভীতিকর আচরণও অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলার কারণ হতে পারে। এসব কারণও ঝরে পড়ার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। তবে 'বিদ্যালয় ভিত্তিক সমাজে' শিক্ষকদের ভূমিকা জোরদার হলে ঝরে পড়ার প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন। উল্লেখ্য, মেহেরপুরে '৮৭তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৫ ভাগ বাড়লেও জাতীয় পর্যায়ের ছাত্র উপস্থিতির তুলনায় তেমন বাড়েনি। '৮৬তে এ জেলায় বিদ্যালয় গমনকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৫২ ভাগ। ঐ বছর জাতীয় পর্যায় উপস্থিতি ছিল ৫৭ ভাগ। '৮৭তে মেহেরপুরে বিদ্যালয় গমনকারী শিশুর সংখ্যা বেড়ে ৫৯ ভাগ পর্যন্ত এসেছে। এবছর জাতীয় পর্যায়ে উপস্থিতির